পারিবারিক নিগ্রহে মহিলা সুরক্ষা আইন, ২০০৫

অনেক সময় মহিলারা পরিবারেরই সম্পর্কিত কোন ব্যক্তি দ্বারা বিভিন্নভাবে শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনের শিকার হন। তাঁদের এই নির্যাতন থেকে রক্ষা করার জন্য ২০০৫ সালে পারিবারিক নিগ্রহে মহিলা সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা হয়।

এই আইনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় ঃ

- পরিবারের কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি যদি পরিবারের কোন নারীর স্বাস্থ্য, সুরক্ষা, জীবন, অঙ্গ বা সুস্থতাকে ভয় দেখিয়ে বা জোর খাটিয়ে শারীরিক বা মানসিকভাবে বিপদ্‌গ্রস্ত করে বা করার চেষ্টা করে তবে তা পারিবারিক নির্যাতন বলে গণ্য হবে এবং এক্ষেত্রে শারীরিক নিপীড়ন, যৌন নিপীড়ন, বাচনিক ও আবেগগত নিপীড়ন এবং আর্থিক নিপীড়ন নিগ্রহ বলে গণ্য হবে।
- পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে আছেন বা ছিলেন এমন কোন নারী যিনি পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তিনি এই আইনের আওতায় অভিযোগ করতে পারবেন।
- একজন নির্যাতিতা নারী তাঁর এলাকার সুরক্ষা অফিসার, পুলিশ অফিসার, পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা বা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সরাসরি অভিযোগ জানাতে পারেন।
- সুরক্ষা অফিসার, পুলিশ অফিসার, পরিষেবা ব্যবস্থাপক ও ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে একজন নির্যাতিতা নারীর পরিষেবা ও বিনা খরচে আইনি সহায়তা সম্বন্ধে তথ্য জানার অধিকার আছে।
- নির্যাতিতা নারী আশ্রয় বা চিকিৎসার সুযোগও এই আইনের সাহায্যে পেতে পারেন।
- এই আইনে নির্যাতিতা নারী অন্তর্বর্তীকালীন ক্ষতিপূরণ পেতে পারেন।
- এই আইনে বিচার বন্ধ ঘরে (ইন ক্যামেরা) হতে পারে।
- প্রত্যেক নির্যাতিতা নারীর যৌথ আবাসে বসবাসের অধিকার আছে।
- ম্যাজিস্ট্রেট নির্যাতিতা নারীর জন্য সুরক্ষার আদেশ দিতে পারেন।
- প্রয়োজনীয় খরচ মেটানো এবং ক্ষতিপূরণের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট, নির্যাতিতা নারীকে আর্থিক সুরাহা দেওয়ার জন্য আদেশ দিতে পারবেন। আর্থিক প্রতিকারের কোন আদেশ পালিত হল কিনা এবং নির্যাতিতা তা পেলেন কিনা ম্যাজিস্ট্রেট তাও দেখবেন।
- ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ দেওয়ার ত্রিশ দিনের মধ্যে দায়রা আদালতে আপিল করা যাবে।

পারিবারিক নির্যাতনের সংজ্ঞা ঃ

এই আইনে বিবাদীর কোন কাজ করা বা না করা বা তার ব্যবহার পারিবারিক নির্যাতন বলে গণ্য হবে যদি তা -

ক) নির্যাতিতা নারীর স্বাস্থ্য, সুরক্ষা, জীবন, অঙ্গ বা সুস্থতাকে শারীরিক বা মানসিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে বা করার চেষ্টা করে। এর আওতায় পড়বে শারীরিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন, মৌখিক ও আবেগমূলক নির্যাতন এবং আর্থিক নির্যাতন, অথবা

খ) নির্যাতিতা নারী বা তাঁর আত্মীয়দের হেনস্থা বা ক্ষতি বা আঘাত করে বা বিপদ ঘটিয়ে পণ বা সম্পত্তি বা মূল্যবান দ্রব্য কব্জা করার মত বেআইনি দাবি মেটাতে বাধ্য করে; অথবা

গ) (ক) এবং (খ) এ উল্লেখ করা বিবাদীর ব্যবহার নির্যাতিতা নারী বা তাঁর আত্মীয়দের কাছে হুমকির মতো কাজ করে; অথবা

ঘ) অন্য কোনভাবে নির্যাতিতা নারীকে শারীরিক বা মানসিকভাবে ক্ষতি বা আঘাত করে।

বিভিন্ন ধরণের নির্যাতন ঃ

(১) শারীরিক নির্যাতন বলতে এমন কোন কাজ বা ব্যবহার বোঝায় যাতে নির্যাতিতা নারীর শারীরিক যন্ত্রণা হয় বা জীবন অঙ্গ বা স্বাস্থ্যের বিপদ ঘটে বা স্বাস্থ্য ও বিকাশ বাধা প্রাপ্ত হয়। এছাড়াও বল প্রয়োগ অপরাধমূলক ভয় দেখানো ইত্যাদিও এর আওতায় পড়ে।

(২) যৌন নির্যাতন বলতে বোঝাবে যে কোন যৌন আচরণ যা নারীকে নির্যাতিত করে, অপমানিত করে, ছোট করে দেখায় বা অন্য কোনভাবে তাঁর সম্ভ্রমহানি ঘটায়।

(৩) 'মৌখিক বা আবেগমূলক' নির্যাতন বলতে বোঝাবে -

(ক) অপমান, অপবাদ, ব্যঙ্গ বা গালাগালি, নীচু করে দেখা বিশেষত সন্তানহীনতা বা পুত্র সন্তান জন্ম দিতে না পারার জন্য টিটকিরি বা অপমান;

(খ) নির্যাতিতা নারীর কোন নিকটজনকে নিয়মিত শারীরিক অত্যাচারের হুমকি দেওয়া।

(৪) আর্থিক নির্যাতন বলতে বোঝাবে -

(ক) নির্যাতিতা নারীকে সব বা কোন অর্থনৈতিক বিষয়ে বা আর্থিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা, যাতে তাঁর আইন বা প্রচলিত বিধি অনুযায়ী অধিকার আছে, অথবা যা তাঁর প্রয়োজনীয় অথবা এ বিষয়ে কোর্ট অর্ডার আছে, যেমন -

- নির্যাতিতা নারী ও তাঁর কোন সন্তান থাকলে তার/তাদের সন্তানের (যদি থাকে) গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রই শুধু নয়, তাছাড়াও

- স্ত্রী-ধন
- সম্পত্তি (যার উপর নির্যাতিতা নারীর যৌথভাবে বা এককভাবে মালিকানা আছে)
- যৌথ গৃহস্থালির ভাড়া
- ভরণ পোষণ থেকে বঞ্চিত করা;

(খ) গৃহস্থালির জিনিসপত্র বিলি বন্দোবস্ত করা, স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি, মূল্যবান জিনিস, শেয়ার, সিকিউরিটির কাগজ, বন্ড বা অনুরূপ সম্পত্তি, যাতে নির্যাতিতা নারীর অথবা তাঁর সন্তানদের অংশীদারি অথবা পারিবারিক সম্পর্কের সূত্রে অধিকার আছে অথবা নির্যাতিতা নারীর কোন সম্পত্তি বিক্রি বা হস্তান্তর করা;

এবং

(গ) পারিবারিক সম্পর্কের সূত্রে নির্যাতিতা নারীর যৌথ আবাস,(এই আবাসে তাঁর ন্যায্য বা বৈধ স্বার্থ/অধিকার থাকুক বা না থাকুক) সহ অন্য যে কোন সম্পদ বা পরিষেবার ব্যবহার ও ভোগ করার ধারাবাহিক সুযোগকে বন্ধ করা বা নিয়ন্ত্রণ করা।

ম্যাজিস্ট্রেট ঃ

'ম্যাজিস্ট্রেট' বলতে বোঝাবে, প্রথম শ্রেণীভুক্ত বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট যাঁরা ফৌজদারি কার্যবিধি ১৯৭৩ (১৯৭৪-এর ২) অনুযায়ী তাঁদের ক্ষমতা প্রয়োগ করছেন সেই এলাকাতে, যেখানে -

- নির্যাতিতা নারী সাময়িক বা অন্য কোনভাবে বাস করছেন

  বা

- বিবাদী বাস করছেন

  বা

- যেখানে পারিবারিক নির্যাতন ঘটানো হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

পুলিশ অফিসার, সুরক্ষা অফিসার, পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা এবং ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব

এই সব অফিসার/ম্যাজিস্ট্রেট যখন পারিবারিক নির্যাতনের কোনও অভিযোগ পাবেন তাঁদের দায়িত্ব হল অভিযোগকারিনী যে সব পরিষেবা পেতে পারেন সেই তথ্যগুলি তাঁকে জানানো, যেমন ঃ সুরক্ষা ও পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলির কাছ থেকে যে যে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে যথা হোমে আশ্রয় পাওয়া, চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া ইত্যাদি। এ ছাড়া বিনা খরচে আইনী সাহায্য, ভারতীয় দন্ডবিধির ৪৯৮এ ধারায় অভিযোগ জানানোর অধিকার ইত্যাদি তথ্যও তাঁকে জানাতে হবে।

সুরক্ষা অফিসার নিয়োগ ঃ

১) রাজ্য সরকার ঘোষণা ক'রে প্রতিটি জেলায় যতজন প্রয়োজন ততজন সুরক্ষা অফিসার নিয়োগ করবেন এবং আরও ঘোষণা করবেন নির্দিষ্ট কোন্ কোন্ এলাকায় সেই সুরক্ষা অফিসাররা এই আইন মোতাবেক তাঁদের ক্ষমতা প্রয়োগ করে কর্তব্য পালন করবেন।

২) যতদূর সম্ভব মহিলারাই সুরক্ষা অফিসার হবেন এবং তাঁদের যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী হতে হবে।

শাস্তি ঃ

আদালত সুরক্ষার আদেশ দিলে, সেই আদেশ বিবাদী যদি পালন না করে তাহলে অপরাধীর এক বছর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা দুটোই এক সঙ্গে হতে পারে।

এই অপরাধ জামিন অযোগ্য।

সুরক্ষা অফিসার তাঁর কর্তব্য পালন না করলে, এক বছর কারাবাস অথবা কুড়ি হাজ়ার টাকা জরিমানা অথবা উভয় শাস্তি হতে পারে।

জেনে রাখা দরকার

এই আইনের অধীনে ভুক্তভোগী মহিলারা প্রথমে সুরক্ষা আধিকারিককে জানিয়ে নিজ এলাকাভুক্ত থানায় এফ.আই.আর. করবেন এবং তারপরে দরকার পড়লে উকিলের সাহায্যে তাঁর এলাকাভুক্ত আদালতে মামলা দায়ের করবেন।